প্রতারনার অভিযোগে স্বামী স্ত্রীর আর ছেলে মায়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

প্রতারনার অভিযোগ এনে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর ছেলে মায়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী মতিয়ার রহমান ও নাসির হোসেন মুন্না।

বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের দুধসরা বাসস্ট্যান্ডে এ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নাসির হোসেন মুন্না। তিনি বলেন, রাশেদা বেগম আমার মা,বোন আসমা খাতুন মুন্নি আর বোনাই মামুনুর রহমান। এরা সবাই লোভী, প্রতারক,ঠকবাজ চতুর ও পরসম্পদ হরনকারী।

মুন্না বলেন,আমার মা, আমার ও আমার পিতাকে প্রলোভন দেখিয়ে জমি আত্মসাতের নীল নকশা তৈরী করেন। এর সঙ্গে ছিলেন আমার বোন ও বোনাই। সেই নীল নকশায় পা দেন আমার পিতা। তিনি সরল বিশ্বাসে আমার নামীয় জমি কবলামূলে রেজিষ্ট্রি করে দেন। যা কোটচাঁদপুর মৌজায় অবস্থিত। এ জমির মধ্যে রয়েছে ভিটে বাড়ি ও মাঠ। সব মিলিয়ে ৭ বিঘা জমি তারা প্রতারনা করে রেজিষ্ট্রি করে নেন। এরপর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে,তাদের প্রকৃত রুপ। জমি রেজিষ্ট্রি করে নেওয়ার কিছিুদিন পর, তারা যুক্তি করে আমার পিতাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এর প্রতিবাদ করায়, তারা আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দেন।

তিনি বোনাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন,সব ষড়যন্ত্রের মাস্টার মাইন্ড হচ্ছে মামুন। সে শুধু জমি লিখে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। মামুন আমাকে আমেরিকা পাঠানোর নাম করে নগদ ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

স্ত্রী রাশেদা বেগম,মেয়ে ও জামাইয়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছেন স্বামী মতিয়ার রহমান। তারা বলেন, ওই প্রতারকদের প্রতারনার শিকার হয়ে আমি ও আমার পিতা বাড়ি,মাঠের জমি ও নগদ টাকা হারিয়েছি। এ সব হারিয়ে আমরা এখন অসহায়।আমরা এখন ভবঘুরের মত রাস্তায় ঘুরছি। তাই বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে জানাতে চাই। কেউ যে এমন

প্রতারনার ফাদে পা না দেন।

এ ব্যাপারে মতিয়ার রহমানের স্ত্রী রাশেদা বেগম বলেন, এ সম্পর্কে ভাল- মন্দ আমার কাছে কি শুনবেন। আপনারা কোটচাঁদপুরের মানুষ। তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তাহলে বুঝতে পারবেন,তারা কোন চরিত্রের মানুষ।

অবৈধ উপায়ে জমি দখল ও মিথ্যা সংবাদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নিজেদের ক্রয়কৃত জমি থেকে জোর পূর্বক উচ্ছেদ, প্রাণ নাশের হুমকি ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী এক পরিবার। বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পৌর পাঠাগার মিলায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

এসময় লিখিত বক্তব্যে পাঠ করেন, পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের মৃত তোফাজ্জেল দফাদারের ছেলে আয়নদ্দিন।তিনি বলেন বিগত ১৯৯৩ সালে আমি প্রতিবেশী আব্দুর রশিদের কাছ থেকে ৫ শতক জমি ক্রয় করি। যার মৌজা
– কাশীপুর, খতিয়ান নম্বর- ২৭১, সাবেক দাগ নম্বর -৭৭৬৪,বর্তমান দাগ নম্বর ১০০৯,জমি ক্রয়কৃত দলিল নম্বর – ১০২০,রেজিস্ট্রি তাং- ২৮-০৪-১৯৯৩।

বর্তমানে ওই জমির উপর আমার বসত ভিটা রয়েছে। এরমধ্যে ২০১০ সালের দিকে তৈয়জ উদ্দিনের ছেলে কোরবান আলী ওই ক্রয়কৃত জমি তাদের বলে দাবি করে এবং ঘরবাড়ি ভেঙ্গে অন্যত্র চলে যেতে বলে। সে সময় (আরএস) মাঠ পর্চায় তার পিতার নাম রয়েছে বলে দাবি করে। পরে খোঁজ খবর নিয়ে আমি জানতে পারি অন্যান্য দলিলাদি না থাকলেও জালিয়াতির মাধ্যমে উল্লেখিত দাগের ৫ শতক ও পাশের সড়ক ও জনপদের ১২শতক জমি রেকর্ড করে নিয়েছে তারা। শেষ পর্যন্ত উপায় না পেয়ে ২৪-০২-২০১০ সালে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ঝিনাইদহ বিজ্ঞ জজআদালতে মামলা থাকা স্বত্তেও তৈয়জ উদ্দিনের ছেলে যুবলীগের নেতা পরিচয় দিয়ে ভয় -ভীতি

প্রদর্শন ছাড়াও আমাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্চিত করেছে।

ইতি মধ্যেই ওই জমি থেকে জোর করে কিছু দামি গাছ কেটে নিয়ে গেছে যুবলীগ নামধারী ওই কুরবান আলী। আমার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করেছে। আমি এর তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভাই মঈন উদ্দিন,আলতাফ হোসেন, স্ত্রী লিপি খাতুন, আইন উদ্দিনের স্ত্রী মুসলিমা খাতুন।

কোটচাঁদপুর মাদক সেবীর কাইচির আঘাতে দিন মজুরের মৃত্যু

ভবঘুরে মাদক সেবীর কাইচির আঘাতে দিন মজুর সবুজ খান (৩৭) মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে কোটচাঁদপুর পুরাতন গরুর হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুমন সর্দার জানান,সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। এ সময় পাশের খালের উপরে আলম ও সবুজের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছিল। কিছুক্ষন পর দেখি সবুজ বুক ধরে দৌড়াচ্ছে। আর আলম আরেক দিকে দৌড়াচ্ছে। পরে শুনতে পারলাম সবুজকে ছুরি মারা হয়েছে।

মৃত সবুজ খানের মামা বাবু বলেন,আমার ভাগ্নে কোন দিন খারাপ কাজ করত না। সে একটা ফ্রেস ছেলে। আগে কোটচাঁদপুরে দিন মজুরের কাজ করত। মাঝখানে ঢাকা চলে গিয়ে ছিল। সে ঢাকায় ব্যবসা করে। গেল সপ্তাহে বাড়িতে এসেছে। তাঁর সঙ্গে কোন শত্রুতা থাকার কথা না। তবে কেন খুন করল বুঝতে পারছি না।

তিনি বলেন,আলমের ছুরির আঘাত খেয়ে সে দৌড়ে আমার বাড়িতে আসে এবং আমাকে বলে মামা আলম আমাকে কাইছি দিয়ে বুকে মেরেছে বলতে বলতে মটিতে পড়ে যায় । পরে আমি তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যায়। ওই সময় সে বেচে ছিল। চিকিৎসা দেয়ার কিছুক্ষন

পর সে মারা যায়। সবুজ খান কোটচাঁদপুর পুরাতন গরুর হাট এলাকার মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

অন্যদিকে আলম হোসেন কোটচাঁদপুর সলেমানপুর দাসপাড়ার ঘড়ি ম্যাকানিক শামসুদ্দিনের ছেলে। জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরে সে মাদকে আসক্ত ছিলেন। কোন কাজ কর্ম করত না । বর্তমানে একটা সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে মাদকদ্রব্য বিক্রি করত বলে জানিয়েন এলাকাবাসী।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিরিন সুলতানা জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জীবিত অবস্থায় আসে। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেছিলাম। কিছু ক্ষণ পর মারা যায়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন বলেন,মাদক সেবীর ছুরির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কি কারনে এ ঘটনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে,যে আম বাগানে বসে সে নেশা করত। সেটা নিয়ে হয়ত দুই জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সবুজ কে ছুরি দিয়ে সে আঘাত করে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার পর থেকে আলম এলাকা ছেড়েছেন। পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলার প্রস্তুুতি চলছিল।

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য ও যুবলীগ সভাপতিকে মারপিটের ঘটনায় থানায় মামলা আটক ১

অবশেষে ইউপি সদস্য ও যুবলীগ সভাপতিকে মারপিটের ঘটনায় মামলা থানায় নথিভুক্ত হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। ওই মামলায় ১ জনকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

ভুক্তভোগী ইউপি সদস্য ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি তাজুল ইসলাম বলেন, ২৮ আগষ্ট ছিল আশাননগর কুল্লা গাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে

২৭ আগষ্ট রাতে চেয়ারম্যানের নির্দেশে ওই এলাকার ৭/৮ জন বেধড়ক মারপিট করে।

এতে করে আমি গুরুত্বর আহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিতে চাইলেও তারা বাধা দেন। পরে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হই। ওখানে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আমাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তবে ওই ঘটনায় ২৮ আগষ্ট সকালে ১০ জনকে আসামি করে কোটচাঁদপুর থানায় একটা অভিযোগ দায়ের করি। কিন্তু ওই সময় অভিযোগটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয় না।

তবে কি কারনে নথিভূক্ত করা হয়নি,এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,ঘটনার পর থেকে তাদের একটি পক্ষ মিমাংসা করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। বিষয়টি মিমাংসা না হলে শুক্রবার রাতে ঘটনাটি নিয়ে আবারও কোটচাঁদপুর থানায় যায়। এ সময় থানা কর্মকর্তা মামলাটি নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

শনিবার মামলাটি নথিভুক্ত হয়। মামলার আসামিরা হলেন, রাজিব হোসেন,আক্তার হোসেন,সাজ্জাদ হোসেন,শিবলু জামান,স্বপন আলী, রবিউল ইসলাম, শরীফ হোসেন, আনিসুর রহমান ফুটান,রাহুল হোসেন,আমিরুল সর্দার,। এদের মধ্যে স্বপনকে আটক করে পুলিশ আদালতে পাঠিয়েছেন। তাজুল ইসলাম কোটচাঁদপুর উপজেলার আশাননগর গ্রামের মৃত হবিবুর রহমানের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক ও মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ বলেন,ইউপি সদস্যকে মারপিটের ঘটনায় থানায় এজাহার নামীয় ৮ আসামী করা হয়েছে। মামলা নাম্বার ৫,তারিখ -০৩-০৯-
২২। ওই মামলায় ১ জন আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ব্লাড ব্যাংকের ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষকী পালন

হাসি মুখে রক্তদান বাঁচতে পারে লক্ষ্যপ্রাণ এই প্রতিপাদ্য ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ব্লাড ব্যাংকের ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টায় বলুহর বাসস্ট্যান্ড উত্তরা মটরস শো-রুমের দ্বিতীয় তলায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপত্বি করেন ব্লাড ব্যাংকের পরিচালক ও প্রভাষক মোঃ আলমগীর হোসেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনার প্রকল্প পরিচালক(উপ সচিব) বিভাগীয় কমিশনার আবু সায়েদ মোঃ মনছুর আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেলোয়ার হোসেন, কোটচাঁদপুর (সার্কেলের) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাইমিনুল ইসলাম,সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন,অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ,বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোঃ কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল। এছাড়া কোটচাঁদপুর মানবাধিকার সংগঠনের সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্হিত ছিলেন।

এই উপলক্ষে সংগঠনটি র্যালি, আলোচনা সভাও সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। এ-ব্যাপারে ব্লাড ব্যাংকের পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন বলেন,প্রতিষ্ঠানটি হাটি-হাটি পা পা করে ৩ বছর আগে চলতে শুরু করে।

বর্তমানে কোটচাঁদপুর ব্লাড ব্যাংক কর্ম দক্ষতা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সামনের দিন গুলো আপনাদের সহযোগিতা পেলে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যেতে চায়।

ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারানো পিতার প্রতিবন্ধী সন্তানদের খাবার যোগাচ্ছেন প্রতিবেশীরা

ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন আতিয়ার রহমান। আয়-রোজগার বন্ধ। এ কারনে কোন রান্না হয়নি সংসারে।

দুই দিন ধরে পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে এনে মুখের অন্ন জোটাচ্ছে প্রতিবন্দী ছেলে-মেয়ের। এ অবস্থা চলছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সারুটিয়া গ্রামের প্রতিবন্ধী ওই পিতার পরিবারে।

প্রতিবেশী শাহিনুর রহমান বলেন,ভ্যান চালানো আতিয়ারের পেশা। দীর্ঘ দিন সে ভ্যান ভাড়ায় নিয়ে চালাত। কয়েক মাস হল পাশের বাজারের পরিচিত এক ম্যাকারের কাছ থেকে ভানটি কিনেছে বাকিতে।

প্রতিদিন ভ্যান চালিয়ে যা আয় হত,তা দিয়ে কোন রকম সংসার চালিয়ে,বাকি টাকা দিত ওই মেকারের ভ্যানের জন্য।

মঙ্গলবার রাতে ওই ভ্যানটি যাত্রী সেজে ৩ জন ভাড়া করে নিয়ে যায় তাকে। এরপর কিছুদুর যাবার পর ছিনতাইকারীরা তাঁর চোখ মুখ বেধে ভ্যানটি নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, আতিয়ার পারিবারিক জীবনে দুই সন্তানের জনক। তবে দুই জনই প্রতিবন্ধী। এরমধ্যে মেয়ে কাকলী খাতুন(১৩) শারীরিক প্রতিবন্ধী আর ছেলে শিহাব (৮) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী।

সংসার চালানোর শেষ সম্বল হারিয়ে, সে এখন খাবার জোগাড়ের জন্য প্রতিবেশীদের দ্বারে ধর্ণা ধরছেন।

ভুক্তভোগী আতিয়ার রহমান জানান,প্রতিদিনের মত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয় রোজগারের জন্য বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বের। এরপর ঘাঘা গ্রামে আসার পর ৩ জন অপরিচিত ভ্যান ভাড়া করেন। যেতে বলেন জালালপুরে। কথা মত ঘাঘা মাঠের রাস্তা দিয়ে জালালপুরের দিকে যাচ্ছিলাম ।

কিছুদুর যাবার পর ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে আমার হাত-পা চোখ বেঁধে

ফেলে তারা। নিয়ে যায় আমার ইঞ্জিন চালিত ভ্যান আর টাকা। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরে যায় খালি হাতে।

তিনি বলেন,বিয়ের পর সংসার ভালই চলত। এরপর সংসারে আসে একটা কণ্যা সন্তান। যার নাম কাকলী খাতুন(১৩)। যে ছিল শারিরীক প্রতিবন্ধী। এরপর জন্ম নেন একটি ছেলে সন্তান। সেও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তাঁর নাম শিহাব আলী। এদের দুই জনকে নিয়ে সংসার চালাতে যখন হিমশিম খাচ্ছিলাম। ওই সময় গুরুত্বতর অসুস্থ্য হয়ে পড়েন আমার স্ত্রী।

দীর্ঘ ৫ বছর চিকিৎসা করানোর পর সে মারা যায়। এ দীর্ঘ সময় তাঁর চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে গিয়ে আমার সব কিছু বিক্রি করে দিয়েছি। আমার শেষ সম্বলটুকু ছিল ইঞ্জিন চালিত ওই ভ্যানটি। যা মঙ্গলবার রাতে ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে হারিয়েছি।

যা দিয়ে আয় রোজগার করে আমার দুই প্রতিবন্ধী সন্তানের মুখের খাবার তুলে দিতাম। ভ্যান ছিনতাইয়ের পর থেকে পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসে তাদের খাবার দিচ্ছি। এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক মাসুদুর রহমান জানান, ওই ঘটনায় আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে থানায় একটা অভিযোগ করেছেন। এটা দেখছেন তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক আজগর আলী।

ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন দুই ভ্যান চালক

ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন দুই ভ্যান চালক আতিযার রহমান ও আবু বক্কর সিদ্দিকী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ও বুধবার রাতে কোটচাঁদপুরের পল্লীর ঘাঘা- জালালপুর সড়কে।

ভুক্তভোগী আবু বক্কর সিদ্দিক জানান,বুধবার রাত ৮ টার সময় অপরিচিত কয়েক জন ভ্যান ভাড়া করে ঘাঘা আশ্রমে যাবার জন্য। এরপর তাদের কথা মত ঘাঘা আশ্রমে পৌছায়। এরপর বলেন ঘাঘার দাস পাড়ার

পাশে আমার আরো দুই জন মানুষ আসবে। তাদেরকে আনতে হবে চল। আমি আবার ভ্যান নিয়ে ঘাঘা দাস পাড়ার রাস্তায় যায়। কিছুদুর যাবার পর তারা আমার ভ্যানের চাবি কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের সঙ্গে চাবি কাড়িকাড়ি ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে তারা আমার হাত পা বেধে ভ্যানটি নিয়ে চলে যান তারা। এরপর আমি হাটতে হাটতে ঘাঘা আশ্রমে ফিরে আসি। ওই সময় তালসার পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ওখানে ছিলেন। আমি ওনাকে বিষয়টি জানায়। তবে থানায় কোন অভিযোগ বা জিডি করা হয়নি। আবু বক্কর সিদ্দিক ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মাধপপুর গ্রামের বাসিন্দা। সে পেশায় ছিলেন ভ্যান চালক।

অন্যদিকে একইভাবে ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে ভ্যান হারিয়েছেন কোটচাঁদপুর উপজেলার সারুটিয়া গ্রামের আতিয়ার রহমান।

মঙ্গলবার রাতে যাত্রী সেজে ভ্যান ভাড়া করে নিয়ে যায়। এরপর ঘাঘা দাসপাড়ার মাঠের রাস্তার নিয়ে গিয়ে চোখ মুখ বেধে ভ্যান ছিনিয়ে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা।

এদিকে একইস্থানে দুই দিনে দুইটি ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায় ছিনতাই আতংক বিরাজ করছে ভ্যান চালকদের মধ্যে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক মাসুদুর রহমান জানান, মঙ্গলবারের ঘটনায় থানায় একটা অভিযোগ হয়েছে। তবে বুধবারের ঘটনায় কোন অভিযোগ কেউ করেনি। এছাড়া ঘটনাটি আমার জানা নাই।

কোটচাঁদপুর বিএনপির ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিএনপির ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি । বৃহস্পতিবার সকলে স্হানীয় উপজেলা বিএনপির কার্যলয়ে প্রতিষ্ঠা বর্ষিকী পালন করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে দলটি বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেন। যার মধ্যে ছিল

জাতীয়, ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা, ও দোয়া মহাফিল। কর্মসূচি পালনে স্হানীয় নেতা কর্মীরা সকাল ৮.০০টায় দলীয় কার্যলয়ে জড়ো হতে থাকে। এর পর জাতীয়, ও দলীয় পতাকা উত্তোলন,করা হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যপক আব্দুর রাজ্জাক,সাভেক জেলা বিএনপির সহ সভাপতি মোঃ আবু বক্কর বিশ্বাস পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা টিপু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম মিন্টু, যুগ্ন সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলমগীর খান,উপজেলা বিএনপির তত্ব ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মঈন উদ্দিন খান, পৌর বিএনপি তত্ব ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মোঃ লিয়াকত আলী।

ঢেউটিন চুরির ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় পাল্টা - পাল্টি অভিযোগ ছাত্র /শিক্ষকদের

ঢেউটিন চুরির ঘটনায় কোটচাঁদপুর সরকারি কে এম এইচ ডিগ্রী কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা পাল্টা-পাল্টি অভিযোগ করেছেন থানায়।

এ ঘটনায় সোমবার সকালে দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেন থানা

পুলিশ। এতে করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ছাত্রলীগ নেতারা।

কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মারুফ হোসেন বলেন,গেল ১৯ আগষ্ট কলেজের সাইকেল শের্ড থেকে ঢেউটিন চুরির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি অধ্যক্ষকে জানালে,তিনি ২ দিনের মধ্যে ব্যাবস্থা নিবেন বলে আশ্বাস দেন। এরপর তিনি ওই চোরদের সনাক্ত করে টিন উদ্ধার করে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের ছেড়ে দেন।

পরে এ বিষয়ে জানতে যায় কলেজের ছাত্র লীগ নেতা নয়ন,মানিক ও আমি। এ সময় কথা বলার একপর্যায়ে কলেজর শিক্ষক গোলাম মোস্তফা গালি দিয়ে আমার দিকে তেড়ে এসে,কলার চেপে ধরে মারপিট করেন।

তিনি বলেন, ওই ঘটনায় ওইদিনই কলেজর অধ্যক্ষ অনুতোষ কুমার ও গোলাম মোস্তফার নামে অভিযোগ করা হয় থানায়। এরপরও ওই টিন চোর ও স্যারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় ২৮ আগষ্ট কলেজে মানববন্ধন করা হয়েছে।

২৯ তারিখ ছিল আমাদের ওই স্যারের অপসারন ও চোরের বিচারের দাবিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারক লিপি প্রদান ও বিক্ষোভ মিছিল। সোমবার সকালে ওই কর্মসুচী পালনের জন্য কলেজের সামনের আম গাছের নিচে জড়ো হতে থাকেন ছাত্র/ছাত্রীরা। এ সময় অধ্যক্ষ পুলিশে খবর দিয়ে ছাত্রলীগ নেতা মানিক ও নয়নকে বহিরাগত ছাত্র বলে ধরিয়ে দেন।
এ ঘটনায় ছাত্ররা ফুসে ওঠেন শিক্ষকদের উপর। শ্লোগান দিতে থাকেন কলেজ গেটে বাইরে। তাদের তিনটি দাবি পুরন না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছন ওই ছাত্রলীগ নেতা।

ওই ঘটনায় ২৮ আগষ্ট মানব্ন্ধনের পর কলেজের শিক্ষকরা ছাত্রদের নামে পাল্টা অভিযোগ করেন। পরের দিন ২৯ আগষ্ট ২ জন ছাত্রকে কলেজ কাম্পাস থেকে গ্রেফতারও করান ও শিক্ষকরা।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর সরকারি কে এম এইচ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ অনুতোষ কুমার বলেন,বিষয়টি ছাত্রলীগ নেতারা আমাকে জানায়। এরপর আমি একটা কমিটি করে দিই ওই ঘটনায়। পরে টিন চোর সনাক্ত হয়। উদ্ধার করা হয় টিন। এ বিষয়ে তারা অনুতপ্ত হয়ে মাফ চাইলে, তাদেরকে মাফ করে দেয়া হয়। এরপর ছাত্রলীগ নেতা মারুফ সহ কয়েক জনের সেটা পর্যন্ত না হলে তারা কলেজের এক শিক্ষককে জড়িয়ে কুৎসা ছড়াতে থাকে। এ সময় তাদেরকে কথা বলার জন্য ডাকা হয়। তারা সবার সামনে আবারও খারাপ কথা বলতে থাকে। এ সময় শিক্ষক গোলাম মোস্তফা তাকে একটা

থাপ্পড় মারে। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আমার ও ওই স্যারের নামে থানায় অভিযোগ করেন। এ ছাড়াও মানববন্ধন ও করেন শিক্ষক গোলাম মোস্তফার অপসারনের জন্য। এ কারনে বাধ্য হয়ে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি।

ছাত্র গ্রেফতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন,সোমবার তারা আবারও কলেজে বিক্ষোভ করার জন্য ছাত্রদের ক্লাস থেকে ধরে নিয়ে আসছিল। এ কারনে আমি পুলিশে খবর দিই। পুলিশ এসে ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার করেছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন জানান, চুরির ঘটনা না। ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিলের জন্য ক্লাস রুম থেকে ছাত্রদের জোর করে বের করে নিয়ে যাচ্চিল। এ সময় কলেজ অধ্যক্ষ তাদেরকে ধরে রেখে আমাদের খবর দিলে পুলিশ দুই জনকে থানায় নিয়ে এসেছে।

যাত্রী সেজে কোটচাঁদপুর থেকে ইজিবাইক চুরি

যাত্রী সেজে ইজিবাইক চুরি করল চোর চক্রের সদস্যরা। রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের ব্রীজঘাট মোড় এ ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী সোহেল রানা জানান, জীবননগর থেকে দুই জন যাত্রী ইজিবাইক ভাড়া করে কোটচাঁদপুর নিয়ে আসে।

এরপর স্থানীয় ব্রীজঘাট নামকস্থানে এসে ওই যাত্রীদের একজন বস্তা কিনতে আমাকে সঙ্গে করে পাশের দোকানে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষন পর আমি ইজিবাইকের কাছে এসে দেখি ইজিবাইক নাই। আর যাত্রী দুই জনও নাই।

এরপর আশেপাশে অনেক খোঁজা খুজি করেও কোন লাভ হয়নি। পরে বুঝতে পারলাম ইজিবাইকটি চুরি হয়ে গেছে। ওই সময় আমি কোটচাঁদপুর থানায় এসে বিষয়টি জানায়। তারা আমাকে আরো একটু খোঁজ খুজি করতে বলেন।

এ সময় আমি ঘটনাস্থলের একটি দোকানের সিসিটিভিতে ইজিবাইক চুরির দৃশ্য দেখতে পায় তবে কাউকে চিনতে পারিনি। তিনি বলেন, আমার দুটি গরু ছিল, আর কিছু টাকা কিস্তি তুলে এ ইজিবাইকটি কিনি।

এখনও কিস্তির টাকাও পরিশোধ করতে পারিনি। এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করবেন বলে তিনি বলেন। সোহেল রানা মহেশপুর উপজেলার তৈলকুপ গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক আব্দুল মতিন জানান, অভিযোগ করেনি। তবে মৌখিক ভাবে বলেছে। এখনও বাইরে খোঁজাখুজি করছেন।